ব্যস্ত অবসরে

অবসর 'অধ্যায়ের' প্রস্তুতিপর্বে
অনিশ্চয়তার জটিল চিন্তায়, অনেক অনেক কল্পনায়
শেষের বছরটায় বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলাম।

কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্তদের পরামর্শ নিয়েছি অনেক-
যুক্তি তর্ক ও আলাপনের পরও যথার্থ ভাবে ধর্তে পারলাম না
কি ভাবে জীবন-অধ্যায়ের শেষ পর্যায় গড়ে নেবো অবসরে।

তারপর একদিন ঘটা করে বিদায়ের পর্ব সমাপ্ত হোল!
নিয়মের ধাঁচায় কাটাতে হবে না বাকি জীবনটা আর-
এই সব ভেবে ভালও লাগছিলো বেশ, বিদায়ের ক্ষণে।

মাস কয়েক তারপর বেশ কেটে গেলো একটা অব্যক্ত অনুভবে
বাড়িতে ঘন ঘন চা চেয়ে কিছুদিন পরে অযথা কথা কাটাকাটি হ'তে
বুঝিয়ে দিল জীবন-এ ভাবে অতঃপর কাটবে না অবসর।

কর্ম কান্ডের জটিলতায় অত্যধিক দায়িত্বে অবসরের অনতিপূর্বে কর্মভার ছিল প্রচুর
প্রতিদিনের দিনলিপি সমাপ্ত করে ক্লান্ত শরীর নৈশভোজের পর
বিছানার কথা ছাড়া অন্য কিছুর গুরুত্ব দিতে পারতো না!

সেই কর্মব্যস্ত, বিজয় অনুভবের দিনগুলো আর নেই
অবসরে কেবলই বিরাম, 'বোঝার' মত বিশ্রাম!
বিছানাও মাঝে মাঝে উঠে যেতে বলে ইদানিং-একটু জিরিয়ে নিতে চায় যেন!

অবশেষে, নতুন পথের খোঁজে আশেপাশে উদ্যানে ময়দানে
নতুন উপায়ের খোঁজে, নতুন সাথীর সন্ধানে নিতান্ত ব্যর্থ হ'য়ে
মন্দিরে সঙ্গ করবার বাসনায় যাতায়াত করেও মনঃপূত হোলো না কিছুই!

একদিন ভাবলাম-এতো যে অভিজ্ঞতা হোলো, এর কি প্রয়োজন আছে আর?
একটা 'বিজ্ঞাপন' লিখে অবসরের বিরক্তি চেপে জীবনের ক্ষণগুলো কাটাচ্ছি যখন
তখন একে একে চিঠি এলো অনেক গুলো-অনেকে আমার কাছে পরামর্শ চান!

পরে, পালা করে কথা ক'য়ে নিজেই জানলাম-আমার এখনও আছে প্রয়োজন।
বেছে ছেঁটে তবে একটি সংস্থায় 'অভিজ্ঞতা' বেচতে গেলাম 'পরামর্শদাতা' হিসেবে।
কী আশ্চর্য! লাগলো ভালো পরস্পরকে-এতো বছর তারপর কেটে গেল নির্বিঘ্নে!

আমি 'অবসরে' এখন 'অফিস' করি নিয়মিত-
গিন্নীর যত্ন ইদানিং অবিরত, ঠিক আগের মতো
দিনান্তে, যখন ঘরে ফিরি প্রতিদিন-স্বস্তির চেহারা সকলের চোখে মুখে!

আমার ব্যস্ততায় কাছের ক'জন গর্বে একটু আধটু ভাগও বসায়-
এমন কি বিছানাটাও আস্তে বলে 'আর একটু ঘুমাও, বিশ্রামের প্রয়োজন তোমার'-
ব্যস্ত থেকে আমি যেন নতুন স্বাদ পেয়েছি আবার, জীবনের অবসরে!